সে

রমেশ পুরকায়স্থ

নিতান্তই সাধারণ গৃহিণী সে, স্বপ্ন-টপ্ন বিশেষ বোঝে না
সারাক্ষণ ঘরকন্না– সে তৃপ্ত সম্রাজ্ঞী এক সীমিত সংসারে
প্রত্যহের টুকিটাকি বেঁধে নিয়ে অকিঞ্চন শাড়ির আঁচলে
সম্পূর্ণ জগৎ তার দুঃখ-সুখে অসামান্য দিগন্ত খোঁজে না।

মাঝে মাঝে তবু তার আটপৌরে চালচিত্রে অচিন আকাশ
তখন বুকের মধ্যে সবুজ পেখম তুলে দাঁড়ায় ময়ূর
সোনার কাঠির স্পর্শে স্বপ্ন ময় হলুদের ছোপধরা শাড়ি
মেঘের আবহচুলে– নিজেই সে কবিতার মুগ্ধ প্রতিভাস।

অজানা আকাশ ছুঁয়ে তখন সে অপরূপা– অজন্তার নারী!

নীল যমুনা বইছে উজান

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরে তোর কৃষ্ণকলি বাজায় ঘুঙুর
উঠোন রাঙায় রক্তজবা
রাত্রি ঘনিয়ে এলে আকাশজুড়ে
দেখতে থাকি চাঁদের সভা

চাঁদে কোন্ চাঁদের হাসি
বাজায় বাঁশি মনটি কেড়ে– ?
ঘরে তোর কৃষ্ণকলি রাজদুলালি
যায় না তোকে একটু ছেড়ে।

বুকে তোর পাগলা গাজন ধামসামাদল
সুর তুলছে–
পাহাড়ি পাগলি নদী ঢেউ গুটিয়ে
হঠাৎ যেন পথ ভুলেছে?

মহুয়ার গন্ধে মাতাল আকাশ পাতাল
দিন দু-বেলা দেয় পাহারা
মউলের রসের ধারা জুড়িয়ে দিল
ধূ ধূ কোন্ নীল সাহারা?

ঘরে তোর কৃষ্ণকলি পদাবলির
গাইছে সে গান–
আজ তাই ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে
নীলযমুনা বইছে উজান।